যুগান্তর

22 OCT 2008

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলামে আমূল পরিবর্তন আসছে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফের ছোট ওয়ান চালু হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কারিকুলামে আমূল পরিবর্তন আসছে। একই সঙ্গে প্রবর্তিত হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক নামে ঐতিহ্যবাহী 'ছোট-ওয়ান' (নার্সারি সমমান) ক্লাসটি, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ড. মহিরউদ্দিন জানান, জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তিত এবং উন্নততম পর্যায়ের সঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচিত করার লক্ষ্যেই মূলত এ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু হলে স্কুলে শিশুদের যোগদান (এনরোলমেন্ট) বেড়ে যাবে। মূলত ৪ বছরের শিশুদের টার্গেট রেখে এ স্তর চালু হচ্ছে। এনসিটিবি বর্তমানে এ স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ করছে বলে জানান তিনি।

অধ্যাপক মহিরউদ্দিন জানান, কারিকুলাম পরিবর্তনের অংশ হিসেবে এবার প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সর্বশেষ

আসছে ৬ পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

আসছে : পরিবর্তন

বইয়ে মোট ১৬ হাজার শব্দ রয়েছে। ৫ বছরের একটি শিশুর জন্য তা অতিরিক্ত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যে কারণে সরকারি সিদ্ধান্তে বাংলা বইয়ে আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। পরিবর্তনের অংশ হিসেবে বইয়ের ছড়া, কবিতা বা অনুশীলনী সবকিছুতেই নতুনত্ব আসছে। গল্পের সঙ্গে নতুন ছবি-কার্টুন সংযোজিত হবে। প্রচ্ছদটিও হবে নতুন। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরের বাকি শ্রেণীর বইয়ের প্রচ্ছদও এবার নতুন হচ্ছে। আরও শিশুতোষ করা হয়েছে। তবে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই ছাড়া বাকি বইগুলোতে আগামী বছর সংশোধনী আনা হবে। কারিকুলাম নতুন করার অংশ হিসেবে সম্পাদিত হবে ওই কাজ। এর ফলে ২০১০ সালের প্রাথমিক স্তরের সব বই হবে নতুন। সর্বশেষ ২০০৩ সালে এ স্তরের কারিকুলাম সংশোধন করা হয়েছিল।

তবে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর বই এবার পরিবর্তন ও সংশোধন হচ্ছে। এ সংশোধনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অধ্যাপক মহিরউদ্দিন জানান, এ পরিবর্তনটা এবার আগের কারিকুলামেই হচ্ছে। কিন্তু ২০১০ সালে আসছে নতুন কারিকুলাম। সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে মাধ্যমিক স্তরের এ কারিকুলামে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এনসিটিবি চেয়ারম্যান মনে করেন, কারিকুলামের সঙ্গে একটি জাতির ভবিষ্যৎ চিহ্নিত করা যায়।

কারিকুলাম পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে 'প্রাক-প্রাথমিক' চালুর ক্ষেত্রে। বহু আগে দেশের 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে 'ছোট-ওয়ান' নামে একটি শ্রেণী ছিল, যেখানে শিশুরা স্কুলে যাতায়াতের ব্যাপারে অভ্যস্ত হতো। কিন্তু তখন সরকারিভাবে অনুমোদিত কোন বই ছিল না। যদিও কিন্ডারগার্টেনের বদৌলতে শহরাঞ্চলে প্লে ও নার্সারি গ্রুপ নামে দুটি ক্লাস রয়েছে। কিন্তু সরকারি বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে বহু স্কুলে ওই শাখাটি নেই। আর যেসব স্কুলে নিজস্ব উদ্যোগে এ শাখাটি আছে সেখানে বাজার থেকে কেনা নিজস্ব পছন্দের বই পড়ানো হয়। এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসটি হবে শিশু বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়ে। বই যেন শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক ও লোভনীয় খেলার মতো বিষয়ে পরিণত হয়, সে বিষয়টিতে নজর রাখা হবে। কারিকুলাম পরিবর্তনে শিগগিরই স্টিয়ারিং কমিটি হচ্ছে।